Publication: Ei Samay **Edition:** Kolkata **Date:** 22nd November, 2016

খালি পকেটে ফাঁকা 'বাজিবাজার'

বিপুল লোকসান সিকিমের ক্যাসিনো-গেমিং জোনের

কমলেশ চৌধুরী ■ গ্যাংটক

তাদংয়ে বড় রাস্তার পাশে প্লে২৪৭-এর গেমিং কাউন্টার। ঘোড়ার ভার্চুয়াল রেসে ১০ টাকা বাজি ধরে জেতা যায় ৯০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৬,২০০ টাকা। অন্য সময় সকালে ভিড়ে উপচে পড়ত ছোট দোকানঘরটায়। ক'দিন ধরে টিভির স্ক্রিনেই ঘোড়া দৌড়ে যাচ্ছে, লোক তেমন আসছে না।

দুপুরে এমজি মার্গের গেমিং জোনে ক্রিকেট বেটিং চলছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের। ম্যাচের ফল থেকে ওভারপ্রতি রান, আউটের রকম থেকে সুপারওভার হবে কি না, অসংখ্য ক্ষেত্রে বাজি ধরা যায়। কিন্তু গোল্ডেন গেমিংয়ের তিন তলায় ছড়ানো সুবিশাল আয়োজনেও মানুষজনের আনাগোনা বড্ড কম। সন্ধেয় আইএসএল চলে রোজ। এমনিতে ক্রিকেটের চেয়ে ফুটবলে আগ্রহ বেশি সিকিমের। তবু আজকাল ফুটবলেও বেট করার লোক কম। বাজির পরিমাণ আরও কম।

দু'-দু'খানা ক্যাসিনো রয়েছে গ্যাংটকে। একটি রয়্যাল প্লাজায়, অন্যটি মেফেয়ার হোটেলে। সেখানে আবার স্থানীয়রা নিষিদ্ধ। পুরোটাই পর্যটকদের উপর নির্ভরশীল। ক'দিন আগে পর্যন্ত প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকা উড়ত নগদে। এখন ভাটার টান।

সিকিমে প্রায় সব ধরনের বেটিং, গ্যাম্বলিং আইনত স্বীকৃত। শর্ত, খেলতে হলে সশরীরে পৌঁছতে হবে সিকিম জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কাউন্টার, গেমিং জোন বা ক্যাসিনোয়। আর লেনদেন হবে নগদে, কার্ডে নয়। ঠিক এখানেই নোট-জটে ফেঁসেছে সিকিমের 'বাজিবাজার'। এই ধরনের খেলা সংক্রান্ত আইন রাজ্যভিত্তিক। তাই ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের ব্যবহার চলে না। চেকের চল প্রায় নেই। মানুষের পকেটও খালি। এটিএম, ব্যাঙ্কে লাইনে দাঁড়িয়ে যেটুকু মিলছে, তা দৈনন্দিন, অত্যাবশ্যকীয় খরচ সামলাতে চলে যাচ্ছে। আগে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, তার পর তো আমোদ!

সিকিমে ১২০টি আউটলেট রয়েছে এসেল গ্রুপের। ভার্চুয়াল গেমের মধ্যে ড্যাশিং ডার্বি, কেনো২৪৭, স্পিন এন উইন, ফুটবল, ক্লাসিক ৬, ক্লাসিক ১০-এর মতো বিভিন্ন ধরনের সুযোগ রয়েছে। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিসের মতো বাস্তবের খেলাতেও বেট করা যায়। তবু কাউন্টার প্রতি ৭০-৮০ শতাংশ ব্যবসা পড়ে গিয়েছে ৮ নভেম্বরের পর। তাদংয়ের কাউন্টারের এক কর্মী রুদ্র ছেত্রীর কথায়, 'আমাদের প্রতিদিন দু'লক্ষ টাকার বিক্রিবাটা ধরা-বাঁধা ছিল। এখন সেটা ৫০-৬০ হাজারে গিয়ে পৌঁছেছে। প্রথমত যিনি খেলবেন, তাঁর কাছে নগদ বেশি নেই। দ্বিতীয়ত, কেউ বেশি টাকা জিতে গেলে তাঁকে সেই টাকা মেটানোর মতো খুচরো আমাদের কাছে নেই। ধরুন কেউ যদি ৪০ হাজার টাকা জেতেন, তাঁকে দেওয়ার মতো এত ১০০ টাকার নোট পাব কোথায়?'

সমস্যা সমাধানে 'ক্রেডিট নোট' চালু করেছে গোল্ডেন গেমিং সংস্থা। অর্থাৎ, কেউ ৫০ হাজার বা তার বেশি টাকা জিতলে সংস্থার তরফে ক্রেডিট নোট দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, পরে টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। সংস্থার এক কর্তা সত্যনারায়ণ রাজু বলেন, 'এমজি মার্গ এবং রংপোয় আমাদের যে দু'টি গেমিং জোন রয়েছে, সেখানে প্রবেশমূল্য দু'হাজার টাকা। খেলুড়েকে স্ন্যাকস, বিভিন্ন ধরনের পানীয় দেওয়া হয়। এর পরও ন্যূনতম দু'হাজার টাকার উপর খেলতে পারবেন তিনি। এখন লোক কম আসায় আমাদের আয় হচ্ছে কম, কিন্তু এই খরচগুলি আমাদের করে যেতেই হচ্ছে।' যেমন, এমজি মার্গের গেমিং জোন সারা দিন-রাত খোলা থাকে। কর্মচারীর সংখ্যা ৮০। রাজ্য জুড়ে কাউন্টার রয়েছে ১৭০টি। ওই কর্তার কথায়, '৮ নভেম্বরের আগে দিনে ৩২-৩৩ লক্ষ টাকার বিক্রিবাটা চলত আমাদের। এখন সেটা ২২-২৩ লক্ষ টাকায় নেমে এসেছে। ১৫ নভেম্বর আমাদের লাভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ১০,১৬১ টাকায়। এই সামান্য টাকা দিয়ে এত বিপুল বন্দোবস্ত চালানো কঠিন।'

কম-বেশি এক ছবি ফাইভ স্টার হোটেলের ক্যাসিনো দুটোয়। সম্প্রতি এখানে সিকিমের বাসিন্দাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে সরকার। ফলে দেশি-বিদেশি পর্যটকরাই ভরসা। ঘটনা হল, সেই পর্যটকদের দিনের একটা বড় সময় কাটছে এটিএমের লাইনে দাঁড়িয়ে। ফলে বাজির ধরার আমোদে সায় নেই অনেকেরই।

গেমিং সংস্থাগুলির কর্তাদের আশঙ্কা, চলতি বছর তো বটেই, আগামী বছরের শুরুতেও মন্দা চলবে 'বাজিবাজারে'। অল ইন্ডিয়া গেমিং ফেডারেশনের মহাসচিব জয় সত্যর কথায়, 'ক্যাসিনো, গেমিং জোনগুলির ব্যবসা আগের জায়গায় পৌঁছতে আগামী আর্থিক বছরও চলে আসতে পারে।'

জনতার পকেট ভরা পর্যন্ত ভরা জোয়ারের প্রতীক্ষায় থাকবে 'বাজিবাজার'।

নগদের খোঁজে গ্যাংটকের এমজি মার্গের একটি এটিএমে লম্বা লাইন। প্রতিবেদকের তোলা ছবি

Demonetisation hits the Casino business in Sikkim